দৈনিক ইনকিলাব

MAY 21 2002

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমায় যাদুর মত কাজ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, গতকাল (বুধবার) ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়ে দু'মিনিটের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং যার কাছে যা নকল আছে তা জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় দু'মিনিট পর সবার দেহ তল্লাশি করে নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কারসহ গ্রেফতার করার হুমকি দেন।

তার এ কথায় যাদুর মতো কাজ হয়। যারা নকল নিয়ে এসেছিল তারা নকল তুলে দেয় মন্ত্রীর লোকজনের হাতে কিংবা নকলটি ফেলে দেয়। পরে দেহ তল্লাশি করে তেমন কারো কাছে আর নকল পাওয়া যায়নি. তবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও দুঃসাহসী যারা নকল রেখে দেয় মন্ত্রী তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা আইনে.

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

যাদুর মত কাজ

৮-এর পৃষ্ঠার পর

গ্রেফতারের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেন। এমনই একজন ধরা পড়ে দাউদকান্দির হাসনাপুর শহীদ নজরুল কলেজ কেন্দ্রে। সাধারণ ক্ষমার পর এই কেন্দ্রের অর্থনীতি বিষয়ের পরীক্ষার্থী মফিজুল ইসলামের প্যান্টের পকেটে নকল পাওয়া গেলে মন্ত্রী সাথে সাথে তাকে বহিষ্কার করে পুলিশে সোপর্দ করেন। এ সময় ছেলেটি নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঢাকার সোনারগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্র এবং কুমিল্লায় দাউদকান্দী হাসানপুর এসএন কলেজ কেন্দ্র, বারোপাড়া বেগম রাবেয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্র, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজ কেন্দ্র এবং চৌদ্দগ্রাম চিত্তড়া কলেজ কেন্দ্র আকস্মিকভাবে পরিদর্শনে যান। এ সময় তার সাথে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ জুনাইদ এবং একদল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ কেন্দ্রেই দেখা যায় নকল বহুলাংশেই কমে গেছে। নকলপ্রবণ হিসেবে ইতিপূর্বে পরিচিত কেন্দ্রগুলোতে এবার শতকরা ৯০ ভাগ নকল নির্মূল হয়েছে। তিনি বারোপাড়া মহিলা কলেজ কেন্দ্রে মাত্র ২৬ জনকে পরীক্ষা দিতে দেখে বিস্ময় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতো অল্প ছাত্রীর জন্য কেন একটি পৃথক কেন্দ্র দেয়া হয়েছে তার সদুত্তর তিনি পাননি। তিনি দেখতে পান, নকলে কড়াকড়ির জন্য এবার এসব কেন্দ্রে অসংখ্য পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত রয়েছে। যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরও একটি বড় অংশ পাস করার মতো তেমন কিছুই লিখতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীদের এ অবস্থা দেখে তিনি শিক্ষকদের পাঠদানের মান সম্পর্কে প্রচণ্ড হতাশা ব্যক্ত করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, বর্তমান সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষক পরিদর্শকদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে নকল অন্যান্য বারের তুলনায় এবার যথেষ্ট নির্মূল হয়েছে। তবে এতে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন উল্লেখ করে বলেন, সামনে আমাদের আরো অনেকদূর যেতে হবে এবং নকলবিরোধী এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। ক্লাসরুমে যথাযথ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হলে সামনে নকল আরো কমে যাবে। এ জন্য শিক্ষকদের মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং স্থানীয় সকল রাজনীতিবিদ আন্তরিক হলে ও সহযোগিতা করলে এখনো যেটুকু নকল রয়েছে ভবিষ্যতে তাও থাকবে না।